আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী—(২)

(গুরু পূর্ণিমা — ইং ২০১২)

১) 'গুরু'র অবস্থান কোথায় হয়?

উ :— হৃদয়াকাশের মধ্যে অবস্থিত শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ ধবল অঙ্গুষ্ঠমাত্র চিন্ময় পুরুষকে অর্থাৎ আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাই 'গুরু' পদবাচ্য। হৃদয়াকাশ প্রায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত হওয়ায় 'গুরু'রূপী পুরুষ ব্রহ্মকে হৃদয় মধ্যেই যোগীগণ ধ্যান করে থাকেন।

২) 'সদ্‌গুরু'র অবস্থান কোথায় হয়?

উ :— 'সদ্‌গুরু'র অবস্থান ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অসীমের মাঝে। সগুণে 'সদ্‌গুরু' হলেন প্রণবরূপী হিরণ্ময় পুরুষ; ইনি পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অবস্থান করেন।

৩) সৃষ্টিতত্ত্বে ও গুরুতত্ত্বে 'পিণ্ড' কি? 'পদ' কাহাকে বলে? রূপ এবং 'রূপাতীত'ই বা কি?

উ :— কুণ্ডলিনী শক্তিকে 'পিণ্ড' বলে, 'হংস'কে 'পদ' বলা হয়; চিৎশক্তিযুক্ত আত্মারূপী আত্ম বিন্দুই রূপ আর রূপাতীত হলেন নিরঞ্জন অর্থাৎ পরমব্রহ্ম।

৪) 'হংস' পদ কি?

উ :— 'হংস' পদটি 'সঃ অহম্' এই মহাবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ। 'হংসঃ' — সোঽহম্, ইহা বিলোম ও অনুলোম ক্রিয়া, প্রলয় ও সৃষ্টি, প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস বোধক। 'হংসঃ' পদ হল জীবাত্মার ক্ষেত্রে আর শিবাত্মার ক্ষেত্রে হল 'সোঽহম্'। 'হংসঃ' — 'অহম্', আমি জীবাত্মা, 'সঃ' সেই পরমাত্মা। আবার 'সঃ' সেই পরমাত্মা, সর্বস্বরূপ অব্যয় আত্মা, সেই তত্ত্বই 'অহম্' জীবরূপে কল্পিত দেহোপাধিক আত্মা বা জীবাত্মা — ইহাই সৃষ্টি।

৫) আগম ও নিগম শাস্ত্র কাহাকে বলে? 'গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতার' বক্তা ও শ্রোতা কে?

উ :— আগম — বক্তা শিব, শ্রোতা পার্বতী।

নিগম — বক্তা পার্বতী ও শ্রোতা শিব।

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতার বক্তা শ্রীমহাদেব কৈলাসপতি দেবাদিদেব এবং শ্রোতা হলেন তৎপত্নী পার্বতী দেবী। অতএব গুরুগীতা 'আগম' শাস্ত্র বলে পরিগণিত।

৬) কি কারণে পার্বতীদেবী মহাদেবের নিকট হতে গুরুগীতা প্রাপ্ত হলেন?

উ :— একদা মনোরম কৈলাস পর্বতের শিখরে পতিসহ উপবিষ্টা ভক্তি-সাধনে তৎপরা দেবী পার্বতী তাঁহার সন্তানদের কল্যাণার্থে ভক্তিসাধন বিষয়ে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছুক হলে পরে তখন দেবাদিদেব শঙ্করকে প্রণাম পূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন — ''হে জগৎগুরু সদাশিব, সদামঙ্গলকারী, আমার সন্তানদের কল্যাণার্থে আমায় 'গুরুগীতা' প্রদান করুন। কোন সাধনমার্গ অবলম্বন করলে দেহী জীব, যে নিজেকে দেহ বলেই জানে, সে ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়? আমাকে সেই মার্গ প্রদর্শন করুন। তখন পার্বতীদেবীর অনুরোধে শ্রীমহাদেব তাঁর প্রীতির জন্য পরম কল্যাণকর 'গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা' প্রদান করলেন।

৭) 'গুরু' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

উ :— 'গু' শব্দে অন্ধকার বুঝায় এবং 'রু' শব্দে আলোক বুঝায়। যিনি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান, তাঁকে 'গুরু' বলে।

৮) 'বিন্দু-নাদ-কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' — এই বিন্দু, নাদ ও কলা কি বা কাকে বলা হয়?

উ :— 'বিন্দু' হল কুণ্ডলিনী, সৃষ্টি উন্মুখ কারণাবস্থার পরাশক্তি। 'নাদ' হল আদি শব্দব্রহ্ম প্রণব, পরাবাক্ এবং 'কলা' হল শক্তি ও শিবের তত্ত্বের অধিষ্ঠানভূত সৃষ্টিতত্ত্বের অংশ বিশেষ। যেমন, পরাশক্তি বা বিন্দুকে এবং পরাশক্তিযুক্ত পরমেশ্বর বা শিব হইতে উদ্ভূত পদার্থ সকলকে 'তত্ত্ব' বলা হয় আর কলায় প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্বাদির স্ফুরণ হয়। যেমন, বিদ্যা-অবিদ্যা; কাল-কলা; মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার; ইত্যাদি।

৯) শ্রীগুরুর শ্রীচরণ কোথায় ধ্যান করতে হয়?

উ :— মস্তকস্থ সহস্রারস্থিত গুরুচক্রে শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করতে হয়।

১০) শ্রীগুরুর ধ্যান কোথায় করতে হয়?

উ :— অষ্টদলযুক্ত হৃদয়পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বিরাজিত সিংহাসনে অবস্থিত, যাঁহার দিব্যমূর্তি চন্দ্রের জ্যোতি দ্বারা বিভূষিত, যিনি সচ্চিদানন্দরূপ, যিনি সকল প্রকার বৈরাগ্যাদি অভীষ্টবর প্রদান করেন, সেই গুরুমূর্তিকে ধ্যান করবে।